The Daily Star

NCC Bank, BRRI sign deal on agri research

STAR BUSINESS DESK

এনসিসি ব্যাংক
কৃষিখাতে বিশেষ সিএসআর এর আওতায়
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ও এনসিসি ব্যাংক-
বেষণা সহায়

Md Shahjahan Kabir, director general (grade-1) of Bangladesh Rice Research Institute, and Md Monirul Alam, senior executive vice-president and company secretary of NCC Bank, pose for photographs after signing an agreement on an agriculture research project at the bank's head office in Dhaka yesterday. PHOTO: **NCC BANK**

NCC Bank has signed an agreement with Bangladesh Rice Research Institute (BRRI) under which the bank will provide financial assistance worth Tk 90 lakh to a research project related to the development of a "Prilled Urea Applicator".

Md Shahjahan Kabir, director general (grade-1) of BRRI, and Md Monirul Alam, senior executive vice-president and company secretary of the bank, signed the deal at the bank's head office in Dhaka yesterday, the bank said in a press release.

Kabir said supporting agricultural research projects is a great initiative of the bank and thanked NCC Bank authorities for co-operating with the research project, which aims to increase fertiliser efficiency. He added that it would reduce the use of urea fertilisers in paddy land by 30 percent.

"Through this applicator, urea fertiliser will be placed deep into the soil, which will help to reduce Green House Gas emissions," he added.

M Shamsul Arefin, managing director and CEO (current charge) of the bank, attended the programme.

Arefin said NCC Bank has supported marginal farmers to cultivate land across the country as a part of its corporate social responsibility.

Apart from providing loan facilities at lower interest rates, he said the bank distributed various seeds, fertilisers, pesticides, and saplings among 15,000 marginal farmers across the country free of cost.

Md Mahbub Alam, Mohd Rafat Ullah Khan, and Md Zakir Anam, deputy managing directors of the bank, Mohammed Mizanur Rahman, senior executive vice-president and CFO, Mohammed Anisur Rahman, senior executive vice-president and CIO, and Syed Hasnain Mamun, senior vice-president and head of human resources division, were present.

Among others, Md Golam Kibria Bhuiyan, principal scientific officer of BRRI, Mohammah Kamruzzaman, principal investigator and senior scientific officer, and Mizanur Rahman, scientific officer of farm machinery and post-harvest technology division, were also present.

18/04/2024 | Main Edition | Page : 02
Source : https://epaper.thedailystar.net/

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন

তারিখঃ ১৮-০৪-২০২৪ (পৃঃ ০৯)

ঘরে ঘরে বোরো তোলার উৎসব

অধিক ফলনের ধান আবাদে সাড়া

ভালো ফলনে খুশি কৃষক

মহিউদ্দিন মোল্লা, কুমিল্লা

কুমিল্লায় ঈদ, নববর্ষের রেশ না কাটতেই ঘরে বোরো ধান তোলার উৎসবে মেতেছে কৃষক। ভালো ফলনে খুশি তারা।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর কুমিল্লার সূত্রমতে, এ বছর কুমিল্লায় ১ লাখ ৬১ হাজার ৭৯০ হেক্টর জমিতে বোরো আবাদ হয়েছে। এ মৌসুমে অধিক ফলনের ব্রি ধান ৯৬, ৮৯, ৯২ ও বঙ্গবন্ধু ধান ১০০ আবাদে কৃষকের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে।

দেবিদ্বার উপজেলার ইউসুফপুর ইউনিয়নের ইউসুফপুর গ্রামের কৃষক মো. আবুল কালাম বলেন, 'ব্রি ধান ৯৬ জাতের একটি জমিতে প্রতি হেক্টরে ফলন পাওয়া যায় ৪.১৮ মেট্রিক টন। কৃষি বিভাগের পরামর্শে প্রথমবার ব্রি ধান ৯৬ জাতটি চাষ করেছি। মাত্র ১৩০ দিনের জীবৎকালে বাম্পার ফলন পেয়েছি।' দেবিদ্বার উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ বানিন রায় জানান, এ বছর দেবিদ্বার উপজেলায় ১২ হাজার ৬৯০ হেক্টর জমিতে বোরো ধানের আবাদ হয়েছে; যা গত বছর ছিল ১২ হাজার ৬৩০ হেক্টর। কৃষকের ব্রি ধান ২৮-এর পরিবর্তে একই জীবৎকালের তবে অধিক ফলনের ব্রি ধান ৯৬ চাষের পরামর্শ ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম চলমান ছিল। স্বর্ণা ধানের মতো রঙের এ ধানে প্রোটিনের পরিমাণ ১০.৮% ও অ্যামাইলোজের পরিমাণ ২৮%, ভাত হয় ঝরঝরে; খেতে সুস্বাদু। ব্রি ধান ৯৬ ছাড়াও ৮৯, ৯২ ও বঙ্গবন্ধু ধান ১০০ আবাদে কৃষকের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। তা ছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে উদ্ভাবন করা ব্রি ধান ১০১, ১০২, ১০৪ ও ১০৫ জাতের আবাদ ও বীজ উৎপাদন ইতোমধ্যে দেবিদ্বারে শুরু হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর কুমিল্লার উপপরিচালক আইউব মাহমুদ জানান, ঘূর্ণিঝড় মেধিলি ও মিগজাইমের আঘাতে রবি ফসলের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে কৃষককে মৌসুমের শুরু থেকেই আধুনিক উফশী জাত ও হাইব্রিড জাতের বোরো ধান আবাদে উদ্বুদ্ধ করা হয়। বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয়ের মাধ্যমে সেচ নিশ্চিত করা হয়। কালবৈশাখি, অতিবৃষ্টি, দাবদাহ, রোগবালাইয়ের প্রাদুর্ভাবসহ নানা প্রতিকূলতার শঙ্কা ছিল। নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন ও সঠিক পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত মাঠের সার্বিক পরিস্থিতি ভালো লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ বছর বোরো মৌসুমে ভালো ফলন আশা করা যাচ্ছে।

> 'ব্রি ধান ৯৬-এ প্রোটিনের পরিমাণ ১০.৮% ও অ্যামাইলোজ ২৮%, ভাত হয় ঝরঝরে ও খেতে সুস্বাদু'

দৈনিক ইনকিলাব
শুধু দেশ ও জনগণের পক্ষে

তারিখঃ ১৮-০৪-২০২৪ (পৃঃ ১২,০৫)

পাকা ধানের গন্ধে মাতাল হাওরের বাতাস

বাম্পার ফলনে কৃষকের মুখে হাসি

রফিক মুহাম্মদ/মো. হাসান চৌধুরী

দেশের হাওর এলাকায় এবার বোরো ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে। বৈশাখের প্রথমদিন থেকেই বিভিন্ন হাওরে ধান কাটা শুরু হয়েছে। সব ধান ঘরে তুলতে আরও ১৫ থেকে ২০ দিন অনুকূল আবহাওয়ার প্রত্যাশা করছেন হাওরাঞ্চলের কৃষকরা। প্রকৃতি এবার দু'হাত ভরে দান করেছে হাওরের কৃষকদের। বাতাসে দোল খাচ্ছে সোনারাঙা পাকা ধান। তা দেখে কৃষকের মুখে ছড়িয়ে পড়ছে হাসির ঝিলিক। বুক ভরা স্বপ্ন নিয়ে ধান কাটার উৎসবে মেতে উঠেছে হাওরের কৃষকরা।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে, হাওরভুক্ত দেশের ৭টি জেলা কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ এবং সুনামগঞ্জের বিভিন্ন হাওরে এবার বোরো ধান আবাদ হয়েছে ৪ লাখ ৫২ হাজার ১৩৮ হেক্টর জমিতে। এই জেলাগুলোতে হাওরের বাইরে আবাদ হয়েছে ৪ লাখ ৯৮ হাজার ১৮০ হেক্টর জমিতে। হাওরের পাকা ধান দ্রুততার সঙ্গে কাটার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় কৃষকদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। ধান কাটার যন্ত্র কম্বাইন হারভেস্টার ও রিপার পর্যাপ্ত বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। হাওরে প্রায় ১ হাজার ৭০০ কম্বাইন হারভেস্টার ও রিপারে ধান কাটা হচ্ছে।

সুনামগঞ্জে বোরো ধান কাটার উৎসব

নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ উপজেলার ডিঙ্গাপুতা হাওরের কৃষক আব্দুল ওয়াহেদের চোখ মুখে আনন্দের ছাপ। তিনি বলেন, ৫০০ কাঠা জমিতে বোরো চাষ করেছি। এবার ফলন খুব ভাল

পৃঃ ৫ কঃ ৪

বাম্পার ফলনে

১২-এর পৃষ্ঠার পর

হয়েছে। ধান কাটা শুরু হয়েছে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সব জমির ধান ঘরে তুলতে পারবো। ডিঙ্গাপুতা বিস্তৃত হাওরের কয়েকজন কৃষক জানান, প্রায়ই আগাম বন্যায় তাদের সব ধান পানিতে ডুবে যায়। তাই এবার শুরুতেই ব্রি-২৮ ধান রোপণ করে ভালো ফলন পেয়েছেন তারা। শতকরা ৯৫ ভাগ ধান ইতোমধ্যে পেকে যাওয়াতে ধান কাটা শুরু হয়েছে। প্রকৃতির অবস্থা এখনও ভালো আছে। আরো ১০-১৫ দিন আবহাওয়া ভালো থাকলে এবার শতভাগ ধান কেটে ঘরে তুলতে পারবেন বলে তারা আশাবাদী।

হাওর অধ্যুষিত সুনামগঞ্জ জেলায় চলছে ধান কাটার ধুম। বৈশাখের শুরুতে যে জমিগুলোতে ধান পেকেছে সেগুলো কাটার ধুম পড়েছে। বর্তমানে দম ফেলার ফুরসত নেই কৃষক পরিবারগুলোর। হাতে ধান কাটার পাশাপাশি দ্রুত ধান কাটতে ব্যবহার করা হচ্ছে ধান কাটার আধুনিক যন্ত্র কম্বাইন্ড হারভেস্টার। সূর্য ওঠার সাথে সাথে কৃষকরা পরিবার-পরিজন ও দিনমজুর নিয়ে সোনালি ধান কাটতে ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন।

সুনামগঞ্জ জেলার প্রায় ১২টি উপজেলায় চলছে একযোগে ধান কাটা। কৃষি বিভাগ আশা করছে- আগামী মে মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে জেলার সকল হাওরের জমির ধান কেটে গোলায় তুলতে পারবে কৃষক।

সুনামগঞ্জের হাওর বেষ্টিত ভাটি জনপদ ও হাওরের জেলায় এ বছর আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় জেলার ১২ উপজেলার ১৩৭টি হাওর জুড়ে পুবালি বাতাসে এখন দোল খাচ্ছে আধা-পাকা সোনালী ধান আর ধান। এই ধান কাটতে শুরু করেছেন এ অঞ্চলের কয়েক লক্ষাধিক কৃষক। অন্যদিকে কৃষক-কৃষাণীরা এই ধান মাড়াই ও শুকনো জন্য খলা তৈরি কাছে ব্যস্ত সময় পার করছেন। আবার কেউবা সেই ধান রোদে শুকিয়ে বস্তা বন্দি করে সংরক্ষণ করছেন।

কৃষকরা জানান, বৈশাখের প্রথম দিনে কষ্টের ফলানো সোনালি ধান ঘরে তুলতে পেরে সত্যি খুব আনন্দ লাগছে। এই হাওরকেই ঘিরেই আমাদের স্বপ্ন, আমাদের সুখ। কৃষি বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, চলতি মৌসুমে সুনামগঞ্জে দুই লাখ ২৩ হাজার ২৪৫ হেক্টর জমিতে বোরো চাষাবাদ করেছেন কৃষকরা। যেখান থেকে এই বছর ১৩ লাখ ৭০ হাজার ২০২ মেট্রিক টন ধান উৎপাদিত হবে। টাকার অংকে যার বাজারমূল্য প্রায় চার হাজার একশ দশ কোটি টাকা।

এবার আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় জেলার হাওর পাড়ের কৃষক-কৃষাণী এবং বৃদ্ধ-শিশুসহ সকলই অন্য রকম এক বৈশাখী উৎসব মেতে উঠেছেন। এমনকি এ উৎসবে যোগ দিয়েছেন গ্রামের বাইরে থাকা মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া শিক্ষার্থীরাও। এই ধান গোলায় তুলতে পারলেই হাওর পাড়ের কৃষকেরা 'ধনী'। কোনো কারণে গোলায় ধান না উঠলে হাওর পাড়ের মানুষে মন বেদনা ভরে উঠে এবং তাদের কষ্টের আর সীমা থাকে না। কারণ এই উৎপাদিত বোরো ধান দিয়ে চলে সারাবছরের সংসারের খাবার। আর এই ফসল বিক্রি করে ছেলে-মেয়ে লেখা পড়া , চিকিৎসা, বিয়ে-শাদিসহ সামাজিকতা ইত্যাদি।

সুনামগঞ্জে জামালগঞ্জ উপজেলার হালির হাওরের কৃষক সমসের আলী বলেন, মহাজনের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা নিয়ে সাত একর জমিতে বোরো ধানের আবাদ করেছিলাম। সেই ধানের বাম্পার ফলন হলেও গত সপ্তাহে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলে ধান ঘরে তোলা নিয়ে ছিলাম চরম শঙ্কায়। তবে সেই শঙ্কা কাটিয়ে অবশেষে বৈশাখের তৃতীয় দিনে স্বপ্নের ফলানো সেই ধান কেটে মাড়াই দিয়ে প্রখর রোদে শুকাচ্ছি, ফলন ভালো হওয়ায় মহান আল্লার শুকরিয়া আদায় করছি, অলহামদুলিল্লাহ।

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার করচার হাওরপাড়ের ফেতেপুর গ্রামের কৃষক চাঁন মিয়া বলেন, এবার দশ কেদার জমিতে বোরো চাষ করেছি আজ এই জমির পাকা ধান কাটা শুরু করছি। এক সময় হাওরে ধান কাটার জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শ্রমিক আসতেন। এখন এটা একবারে কমে গেছে। স্থানীয় ভাবেও শ্রমিক মেলে না। তাই এখন ধান কাটার যন্ত্রের ওপরই ভরসা। কিন্তু হাওরে পানি থাকলে মেশিনে ধান কাটায় সমস্যা হয়।

সদর উপজেলার আলমপুরব গ্রামের কৃষক শুকুর আলী বলেন, দেখার হাওরে ১২ বিঘা জমিতে বোরো আবাদ করেছি ধান পাকা শুরু হয়েছে দু'দিন পর ধান কাটা শুরু করবো। আবহাওয়া ভালো থাকলে ৮-৯ দিনে ধান গোলায় তুলে নিবো। একই গ্রামের আরেক কৃষক সহিদ মিয়া বলেন, পুরোদমে ধান কাটা শুরু হতে আরও তিন থেকে চার দিন সময় লাগবে। রোদ ওঠায় সবাই খুশি। এভাবে ১৫ থেকে ২০টা দিন পেলেই হবে।

অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
সমকাল

তারিখঃ ১৮-০৪-২০২৪ (পৃঃ ১২)

ফসলের ক্ষতি কমাতে ব্যবহার হবে ড্রোন

ডিএই ও এডিবির কর্মশালায় তথ্য

সমকাল প্রতিবেদক

দেশে ফসলের মনিটরিং ও ক্ষতি মূল্যায়নে ড্রোন ও স্যাটেলাইটের চিত্র ব্যবহার করে উৎপাদন আরও বাড়াতে চায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)। ড্রোন ও স্যাটেলাইট ইমেজ ব্যবহার করে মাঠ ফসল মনিটরিং এবং আকস্মিক বন্যায় আক্রান্ত ফসলের পরিমাণ নির্ণয় করা হবে। নির্ণয় করা যাবে ক্ষতিগ্রস্ত জমির পরিমাণও। এতে দ্রুত নির্ভুলভাবে মাঠ ফসলের তথ্য সংগ্রহ করা যাবে।

গতকাল বুধবার রাজধানীর একটি হোটেলে 'দি ইউজ অব ড্রোন অ্যান্ড স্যাটেলাইট ইমেজ ফর ক্রপ মনিটরিং অ্যান্ড ক্রপ ড্যামেজ অ্যাসেসমেন্ট' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানানো হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক-এডিবি যৌথভাবে এ কর্মশালার আয়োজন করে।

কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বাদল চন্দ্র বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) ড. মলয় চৌধুরী, যুগ্ম সচিব ড. মো. মাহবুবুর রহমান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সরেজমিন উইংয়ের পরিচালক তাজুল ইসলাম পাটোয়ারী, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইংয়ের পরিচালক মো. রেজাউল ইসলাম প্রমুখ।

কর্মশালায় উদ্বোধনী বক্তব্য দেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক ও ইউজ অব ড্রোন অ্যান্ড স্যাটেলাইট ইমেজ ফর ক্রপ মনিটরিং অ্যান্ড ক্রপ ড্যামেজ অ্যাসেসমেন্ট প্রকল্পের ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটর ড. ফরিদা পারভীন। আরও উপস্থিত ছিলেন এডিবির প্রিন্সিপাল ইকোনমিস্ট তাকাসি ইয়ামানো।

অনুষ্ঠানে বলা হয়, ও'ক্রিডস লিমিটেড এডিবির কনসালট্যান্সি ফার্ম হিসেবে এ সম্পর্কিত প্রকল্পে মাঠ পর্যায়ে ডেটা সংগ্রহে কারিগরি সহযোগিতা দিচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সিলেট জেলায় ড্রোন ও স্যাটেলাইট ইমেজ ব্যবহার করে মাঠ ফসল মনিটরিং ও বন্যা বা আকস্মিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ফসল ও জমির পরিমাণ নির্ণয় করা হবে। এর ফলে দ্রুত সময়ে নির্ভুলভাবে মাঠ ফসলের তথ্য সংগ্রহ করা যাবে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বাদল চন্দ্র বিশ্বাস বলেন, কৃষিপ্রধান এ দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতি নিরূপণ, সরকারি প্রণোদনা, পরিকল্পনাসহ যে কোনো উদ্যোগ নিতে হলে মাঠ পর্যায়ে গবেষণা ও জরিপ চালাতে হয়। ড্রোনের মতো আধুনিক প্রযুক্তি কৃষিতে যুক্ত হলে দ্রুত যে কোনো তথ্য নেওয়া যাবে।

সমকাল

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

তারিখঃ ১৮-০৪-২০২৪ (পৃঃ ০৭)

নেত্রকোনায় বোরো ধান কাটা শুরু

হাওরের বোরো জমিতে লেগেছে সোনালি ছোঁয়া

■ নেত্রকোনা প্রতিনিধি

নেত্রকোনা জেলায় এবার অতিদ্রুত আগাম জাতের বোরো ধান কাটা শুরু হয়েছে। বোরো জমিগুলো এখন সোনালি রং ধারণ করেছে। কারণ এবার জেলায় আবহাওয়া অনুকূল থাকায় এবং প্রয়োজনমতো রোদ ও বৃষ্টির পানি পাওয়ায় বোরো জমিগুলো যেমন দ্রুত সতেজ হয়েছে, তেমনি দ্রুত ধান পেকেছে। তবে যে কৃষকেরা আগে ব্রি-২৮ লাগিয়েছিলেন, তাদের খেতের বোরো ধান আগাম পেকেছে এবং তারা এখন সেই ধান কাটছেন। অনেকে মাঠেই বিক্রি করছেন। তবে এবার ব্রি-২৮-এর পরিবর্তে ব্রি-৮৮ ধান আবাদ হয়েছে বেশি। কারণ ব্রি-২৮-এর কার্যকারিতা আগের মতো নেই বলে কৃষিবিদেরা জানিয়েছেন। সেই ব্রি-৮৮ ধানও কাটা হচ্ছে অল্প অল্প করে।

নেত্রকোনার হাওর উপজেলা মদন ও মোহনগঞ্জের কোনো কোনো এলাকায় এই আগাম পাকা বোরো ধান কাটা হচ্ছে। তবে সামগ্রিকভাবে ধান কাটা শুরু হবে আরো ১০ থেকে ১৫ দিন পর। আর এই সময়ের মধ্যেই জেলার সব বোরো জমির ধান পেকে যাবে। আর এ খবর দিয়েছে নেত্রকোনা জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, নেত্রকোনা জেলায় চলতি বোরো মৌসুমে এবার বোরো আবাদ হয়েছে ১ লাখ ৮৬ হাজার ৪৭০ হেক্টর। জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. নুরুজ্জামান বলেন, আগাম জাতের বোরো ধান কাটা প্রাথমিকভাবে শুরু হয়েছে। তবে আগামী সপ্তাহ থেকে পুরোদমে বোরো ধান কাটা শুরু হয়ে যাবে। এখন প্রয়োজন রোদ। এখন তেমন বৃষ্টির দরকার নাই। কারণ, ঝড়-বৃষ্টি হলে ধানগাছ মাটিতে পড়ে যাবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এদিকে নেত্রকোনা জেলা পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. সারওয়ার জাহান বলেন, নেত্রকোনা জেলায় এবার সব ডুবন্ত ফসলরক্ষা বাঁধ যথাসময়ে সংস্কার করা হয়েছে। তাই এবার আগাম বন্যায় বোরো ফসলের আর ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। নেত্রকোনা জেলা প্রশাসক ও জেলা বীজ-সার মনিটরিং কমিটির সভাপতি শাহেদ পারভেজ বলেন, নেত্রকোনায় বোরো ধান কাটা শুরু হয়েছে। তিনি এর মধ্যে হাওর এলাকা পরিদর্শন করেছেন।

নেত্রকোনা : মদন উপজেলার গবীন্দশ্রী গ্রামে কাটা হচ্ছে পাকা ধান —**ইত্তেফাক**